চট্টগ্রামে কোরবানির ঈদের বাজার

মোটাতাজা গরু মানেই মোটাতাজা বিপদ

● এসএম আজাদ

আর ক'দিন পরেই কোরবানির ঈদ। পশুর হাটে মোটাতাজা গরু পাঠিয়ে বাড়তি আয়ের আশায় খামারিরা গরু মোটাতাজাকরণে ব্যস্ত সময় পার করছেন। কিন্তু এসব গরুর গোশত কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। কোরবানির আগে গরু মোটাতাজাকরণ পুরনো রীতি। কিন্তু সমস্যা হলো, খামারিরা এখন প্রাকৃতিক পদ্ধতির পরিবর্তে কৃত্রিম ও ক্ষতিকর পথেই বেশি হাঁটছেন।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পশু হাটে তোলার আগের দুই সপ্তাহে ক্ষতিকর ওষুধ খাওয়ানোর প্রবণতা বেশি থাকে। তাই এর বিরুদ্ধে এখনই ফলাও প্রচারণা দরকার।

চিকিৎসকদের মতে, গরু মোটাতাজা করতে স্টেরয়েড ও পাম জাতীয় যেসব ওষুধ ব্যবহার হচ্ছে গরুর দেহে তার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি। এসব গরুর গোশত খেলে মানুষের শরীরেও স্টেরয়েডের প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিডনি ও লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কমে যেতে পারে মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এ ছাড়া মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আতঙ্কিত না হয়ে এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলছেন। কোরবানির পশু কেনার সময় সতর্কতা এবং মোটাতাজা গরুর চর্বি ও কলিজা যথাসম্ভব বর্জনের পরামর্শ দিচ্ছেন।

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের মতে, গরু মোটাতাজাকরণে প্রাকৃতিক পদ্ধতি রয়েছে। প্রাকৃতিক এ পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। বিশেষ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত দুই থেকে আড়াই কেজি ইউরিয়া, লালিগুড় ও খড়ের একটি বিশেষ ধরনের মিকচার খাওয়ালে প্রাকৃতিকভাবে গরু মোটাতাজা হয়ে ওঠে। আট দিন কোনো পাত্রে এ মিকচার বদ্ধ করে রেখে তা রোদে শুকিয়ে গরুকে খাওয়াতে হয়। তিন মাস ধরে এটা খাওয়ালে গরু খুব দ্রুত মোটাতাজা হয়ে ওঠে। কিন্তু অল্প সময়ে বেশি লাভের আশায় গরুকে দ্রুত মোটাতাজা করতে ক্যাটাফস, বার্গাফ্যাট, বায়োমিক্সসহ খাবারের সঙ্গে নানা ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এই প্রক্রিয়ায় গরু মোটাতাজাকরণ চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রধান ড. এ কে এম সাইফুদ্দিন বলেন, কম স্বাস্থ্যবান গরুকে প্রথমে কৃমির ওষুধ ও পরে রুচি বাড়ানোর ওষুধ খাওয়ানো হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভিটামিনের পাশাপাশি খাওয়ানো হয় ইউরিয়া। এটি গরু মোটা তাজাকরণের প্রাকৃতিক উপায়।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার খামারি নুরুল আলম বলেন, দেশি গরুর চেয়ে ভারতীয় জাতের গরু কৃত্রিম উপায়ে মোটাতাজাকরণের প্রবণতা বেশি। উত্তরাঞ্চলের কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও যশোরে এ ধরনের কাজ হয় বেশি। বাজারে এসব গরু দেখলেই চেনা যায়। তিনি বলেন, প্রাকৃতিকভাবে শক্তি-সামর্থ্যের গরু তেজি ও গোয়ার প্রকৃতির হয়। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে মোটাতাজা করা গরুগুলো হয় তার ঠিক উল্টো। ধীর ও শান্ত স্বভাবের এসব গরুর শরীর ও আচরণে কোনো তেজ ভাবই দেখা যায় না। তাছাড়া অসুস্থতার কারণে এসব গরু সব সময় নীরব থাকে। পশু চিকিৎসকরা জানান, সুস্থ গরুর নাকের নিচের কালো জায়গা (মাজল) ঘর্মাক্ত থাকে। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা যায়। পেট ওঠা-নামার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ গরুর পেট মিনিটে তিন থেকে পাঁচবার ওঠানামা করে। গরুর লোম দাঁড়ানো থাকলে বুঝতে হবে গরুটি জ্বরে আক্রান্ত।

সাগরিকা বাজারের গরু ব্যবসায়ী আবদুল জব্বার বলেন, কৃত্রিমভাবে মোটাতাজা গরুগুলোর বিপদের বিষয়টি গত দুই বছর ধরে বেশি আলোচনায় এসেছে। গত কোরবানি হাটে শুধু সাগরিকা বাজারে এ ধরনের ৪০টি গরু মারা যায়। ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে সরকারি কমিটি থাকলেও এ ব্যাপারে যথাযথ তদারকি বা অভিযান নেই বলে অভিযোগ রয়েছে।

সূত্র জানায়, কোরবানির পশু মোটাতাজা করতে সাধারণত ভারতীয় নিষিদ্ধ ডাইক্লোফেনাক, ফ্রেকটিন (পাম) ট্যাবলেট ও হরমোন ইনজেকশন (স্টেরয়েড) ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ হলেও মোটাতাজাকরণ খামারগুলোতে এ ওষুধ ব্যবহার হচ্ছে অবাধে। আর এসব গরু এখন মিলছে দেশের বিভিন্ন হাটে। কোরবানির হাটে তোলার জন্য প্রস্তুত করতে ভিটামিন জাতীয় খাবার খাওয়ানো শুরুর ১৫-২০ দিন পর স্টেরয়েড জাতীয় ইনজেকশন মাংসপেশিতে প্রয়োগ ও পাম ট্যাবলেট খাওয়ালে মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

চট্টগ্রামের বিবিরহাটে নিয়মিত গরু ব্যবসায়ী আবুল কালাম সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, কোরবানি উপলক্ষে উত্তরবঙ্গ থেকে চট্টগ্রামের হাটে অন্তত ৪০ হাজার মোটাতাজা গরু আসবে। এসব গরুর দাম ৪০ হাজার থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত। এসব গরুর বেশিরভাগই হবে ভারতীয় নিষিদ্ধ ওষুধ ব্যবহার করে মোটাতাজা করা। উত্তরাঞ্চলের কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও যশোরের মোটাতাজাকরণ খামারগুলোতে এসব ওষুধের ব্যবহার বেশি। তিনি বলেন, মোটাতাজা গরুর ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। ইনজেকশন পুশ এবং ট্যাবলেট খাওয়ার তিন মাসের মধ্যে গরু মোটাতাজা হয়ে যায়। এসব গরুকে মাসে একটি করে মোট তিনটি ইনজেকশন দেয়া হয়। মোটাতাজা এসব গরু ৯০ দিনের মধ্যে বিক্রি করতে না পারলে বিপদে পড়তে হয়।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ভাগ্যধন বড়ুয়া সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, স্টেরয়েড মাত্রাতিরিক্ত তাপেও ধ্বংস হয় না। গরু জবাই হওয়ার বেশ কয়েক মাস আগে স্টেরয়েড ব্যবহার করা হলে তা এক সময় থাকে না। কিন্তু কোরবানির গরুগুলোতে সাধারণত এক দুই মাস আগে স্টেরয়েড বা অন্য হরমোন ইনজেকশন দেয়া হয়। যে কারণে এর প্রভাব থেকে যায়। এসব গরুর লিভার ও চর্বি মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব মাংস খেলে মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে ■